বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা[১]

প্রাককথন এবং গবেষণা

ড. আবুল বারকাত

বাংলাদেশে ভূমি- মামলার বিষয়টি যে জটিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এও সন্দেহাতীত যে জমি-জমা কিন্তু এখনও ব্যক্তির অর্থনৈতিক শক্তি, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম নির্ণায়ক। জমি-এমনিতেই দুস্প্রাপ্য, আর আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে তা অধিকমাত্রায় দুস্প্রাপ্য। সুতরাং আমাদের দেশে একখণ্ড জমি প্রাপ্তির এবং/অথবা জমি রক্ষার প্রতিযোগিতাও হবে বেশি। আবার "জমি না যম" এ প্রবাদটিও আছে। আর জমি যদি 'যম' হয় তাহলে জমি নিয়ে যে মামলা-মোকদ্দমা হবে তাও স্বাভাবিক। অথবা জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ-মনকষাকষি-মামলা-মোকদ্দমা-খুন-জখম-জালিয়াতি-বাটপারি-দস্যুতা (ভূমি-দস্যুতা, জল-দস্যুতা, বন-দস্যুতা) হয় দেখেই সম্ভবত জমিকে 'যম' বলা হয়। আবার জমি যেহেতু এক ধরনের নিরাপত্তা অথবা জীবন বীমা (ইন্সুরেন্স) সেহেতু জমি প্রাপ্তির আকাঙ্খাও অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে রুশোর মত দার্শনিক অবশ্য বলেছেন "মানুষ যেদিন একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাল পতাকা গেড়ে মাটিতে বসিয়ে বললো– এটা আমার– সে দিনটিই ছিল সভ্যতার শেষ দিন"।

জমি-জমা কেন্দ্রিক মামলার প্রকৃতি নিয়ে কম বেশি জানা থাকলেও "বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি" বিষয়ে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত ও অসম্পূর্ণ। কারণ বাংলাদেশে ভূমি মামলার বিষয়টি একান্ত আইনের বিষয় নয় (যা নিয়ে জ্ঞান-ভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ বলা যায়), বিষয়টি সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক জটিল সমীকরণ– যে সমীকরণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সীমিত বলা চলে। অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে এ প্রয়াসের বিশেষ উপযোগিতা হল এই যে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ না বুঝে এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে হাত দেয়া বিজ্ঞান সম্মত হবে না। তা বিপদজনকও হতে পারে। এসব বিষয় লক্ষ্য রেখে আমরা যা বুঝতে চেয়েছি তা হ'ল: এ দেশে ভূমি-কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা কত; ভূমি মামলার ক্ষতি-মাত্রা (extent of burden) কত; মামলায় সংশ্লিষ্টদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ব্যয় কত; ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের ব্যয় কত; ভূমি মামলার কারণ, প্রক্রিয়া ও মেকানিজম-এর প্রকৃতি ও সারবস্তু কি; সমগ্র প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও রাজনীতি কিভাবে কাজ করছে; ভূমি-মামলার ক্ষতিমাত্রা হ্রাস সম্ভব কি'না, সম্ভব হলে কিভাবে; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমি অধিকার সম্পর্কিত সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও সরকারের করণীয় কাজ কি হতে পারে ইত্যাদি।

গবেষণার কয়েকটি প্রধান ফলাফল

আমাদের গবেষণায় আমরা ভূমি-মামলায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের উপর মামলার বহুমুখী অভিঘাত নিরূপণে চেষ্টা করেছি। আর সে প্রভাব-অভিঘাতের ভিত্তিতেই নিরূপণ করেছি জাতীয় অপচয়ের মান-মাত্রা। অবশ্য নীচে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমেই জাতীয় অপচয় এবং তারপরে পারিবারিক অপচয়-এর প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরছি:

[১] 'বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা' শীর্ষক ইংরেজি পুস্তকের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। আয়োজক, নিজেরা করি ও এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এ এল আর ডি), ঢাকা: জাতীয় যাদুঘর, শহীদ জিয়া হল, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১১/৩০ নভেম্বর ২০০৪ (বর্তমান প্রবন্ধতি মূল প্রবন্ধ থেকে পরিমার্জিত)

জাতীয় অপচয়

১. মামলার দু'পক্ষ, তাদের পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীসহ ১৪ কোটি মানুষের এদেশে ভূমি-মামলার সাথে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (এদের প্রত্যেকেই যে মামলায় জড়িত তা নয়, কেউ কেউ একাধিক মামলায় জড়িত; নমুনা জরিপে ১৩-টি ভূমি-মামলার সাথে জড়িত মানুষও পাওয়া গেছে)।

২. এ দেশে বছরে ভূমি-কেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লাখ, যা মোট চলমান মামলার ৭৭%[২]।

৩. এ মুহূর্তে যেসব ভূমি-মামলা রায় অপেক্ষমান সেসব মামলায় বাদি-বিবাদি মিলে মোট ভোগান্তি-বর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লাখ বছর। আর ভূমি-মামলার ক্রমপুঞ্জিভবনের কারণে এ ভোগান্তি-বর্ষ হবে ক্রমবর্ধমান।

৪. দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লাখ একর যা ক্রমপুঞ্জিভূত ভূমি-মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান।

৫. ভূমি নিয়ে প্রতি বছর যে সব মামলা হচ্ছে ঐসব জমির বর্তমান বাজার মূল্য ১,২৭,১০০ কোটি টাকা।

৬. ভূমি-মামলার কারণে মামলা আক্রান্ত পরিবারের সম্পদ-শক্তি (asset strength) ক্রমহ্রাসমান। সমগ্র দেশে ভূমি-মামলাক্রান্ত পরিবার (বাদি-বিবাদিসহ) সমূহ বছরে ১২,৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান।

৭. এ দেশে ভূমি-মামলা-সংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪,৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১% রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ), ৫০% ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫% নেন পুলিশ-থানা, ১৫% ভূমি অফিস, ১৪% কোর্টের কর্মকর্তা)।

৮. এ মুহূর্তে যারা ভূমি-মামলায় জড়িত তারা মামলা পরিচালনে ইতোমধ্যে ২৫,০৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন, যা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ১০%-এর সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশি।

আসলে ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদির প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হবে, কারণ আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসেব করা হয়নি তা হ'ল: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরণের বাহ্যিকতা-ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চির ধরেছে তার অর্থ মুল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখম-এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থ মূল্য (cost of corruption) ইত্যাদি।

---

[২] আমাদের হিসেবে ভূমি-মামলার আনুপাতিক হার হাইকোর্ট ডিভিশনের মোট মামলার ৬০%, জেলা জর্জ কোর্টের ৭৫%, সেসন জর্জ কোর্টের ৫৫%, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৫৫%, রেভিনিউ কোর্টের ১০০%, সার্টিফিকেট কোর্টের ৯৫%, এবং গ্রাম-কোর্টের ৫৫% (দেখুন মূল ইংরেজি পুস্তক, পৃ: ৮২)।

পারিবারিক অপচয়

১. গড়ে প্রতিটি ভূমি-মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন ৪৫ জন মানুষ ।

২. গড়ে একটি ভূমি-মামলা নিষ্পত্তিতে সময় লাগে ৯.৫ বছর । মামলা নিষ্পত্তির সময় ১ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত লেগে যায় । এ মুহূর্তে ৫-১২ বছর যাবত চলছে ৬৮% মামলা, আর ১৬ বছরের উর্ধ্বে চলছে ৮% মামলা ।

৩. ভূমি-মামলা পরিবারের সকল ধরনের দুর্দশা বাড়ায়– অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক । মামলাক্রান্ত ১০০%-ই বলেছেন মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধির কথা; ৬০% বলেছেন মামলার কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথা; মামলাক্রান্ত পরিবারের ৯০%-এর আয় আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে; মামলার ব্যয় মিটাতে ৬০% পরিবার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় কর্তনে বাধ্য হয়েছেন; খাদ্য পরিভোগে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন ৭৫% পরিবার; আর ৬০% পরিবার মামলা চালাতে গিয়ে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন ।

৪. ভূমি-মামলার কারণে আয়হ্রাস ও প্রয়োজনীয় ব্যয় কর্তন বিষয়টি শুধুমাত্র ভূমি-মামলায় সরাসরি জড়িত (বাদি ও বিবাদি)-দের জন্যই প্রযোজ্য নয়, তা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মাত্রায় লক্ষণীয় ।

৫. কমপক্ষে ১০% মামলাক্রান্ত পরিবারের মতে ভূমি-মামলার কারণেই পরিবারের কোনো না কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু ঘটেছে ।

৬. ভূমি-মামলার কারণে বাড়ীঘর লুটপাট, তছনছ হয়েছে এমনটি রিপোর্ট করেছেন ২৫%, আর এ কারণে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য অপহরণ হয়েছেন, এ কথা বলেছেন ১৫% পরিবার ।

৭. মামলাক্রান্ত ৮৫% পরিবার বলেছেন এখন তাদের সম্পদের পরিমাণ মামলার আগের সময়ের তুলনায় কম । প্রায় ৮৯% পরিবার বলেছেন মামলার আগের তুলনায় এখন তাদের ভূমি ও গো-সম্পদের পরিমাণ কম ।

৮. গড়ে মামলা প্রতি বাদি অথবা বিবাদি নির্বিশেষে প্রতিটি পক্ষের যে সম্পদ যা হ্রাস পেয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য হবে ২,২৭,৯৯০ টাকা । বাৎসরিক সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ, গড়ে প্রতি পক্ষের ২৩,৯৯৯ টাকা ।

৯. মামলাক্রান্ত পরিবারের ৩৬% বলেছেন মামলার ব্যয় সংকুলান ও মামলাকালীন পরিবার পরিচালনে তারা গড়ে ৮.৭৫ বিঘা জমি-সম্পদ হারিয়েছেন ।

১০. মামলাক্রান্ত পরিবারের ৪০% বলেছেন মামলাকালীন তারা বছরে গড়ে ৬৫ মণ ধান হারিয়েছেন– যা ঐসব পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে ।

১১. মামলা পরিচালনে যেসব খাতে আর্থিক ব্যয় করতে হয়েছে তা হল: আইনি (কোর্ট, স্ট্যাম্প) ফিস, ঘুষ, উকিলের ফিস, ভ্রমন, থাকা-খাওয়া । নমুনা জরিপে অংশগ্রহণকারীরা গড়ে (এ পর্যন্ত মোট) আর্থিক ব্যয় করেছেন ৪৯,৪২৪ টাকা: যার মধ্যে ১% আইনি ফিস (কোর্ট, স্ট্যাম্প), ৫০% ঘুষ (থানা-পুলিশ, ভূমি কর্মকর্তা, কোর্ট কর্মচারী), ৪৯% ভ্রমন-থাকা-খাওয়া-উকিল-মোক্তার বাবদ ব্যয় ।

ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণে কয়েকটি উপসংহার

১. ভূমি-মামলা বাংলাদেশে বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কারণ।

২. অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি-মামলা।

৩. সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি-মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করতে ভূমিকা রাখছে।

৪. ভূমি-মামলায় পুলিশ দু'পক্ষের কাছেই ঘুষ খাচ্ছে। তবে যে বেশি ঘুষ দিচ্ছে পুলিশ তার স্বার্থ দেখছে, কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করছে মামলা যেন চিরস্থায়ী হয়। এ বিষয়ে ভূমি অফিস, কোর্ট সিস্টেম, স্থানীয় সরকার, উকিল-মোক্তার– কেউ কারো চেয়ে কম নন।

৫. দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃংখলা ও বিচার-এর সিস্টেমে সবচে' বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন। এবং তারাই কিন্তু দুর্নীতি ও সিস্টেমের অকার্যকারিতা চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন।

৬. ভূমি-মামলায় সবচে' বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, মহিলা প্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ (অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ ইত্যাদি)।

৭. ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না (loosing battle for both), উভয়েই হারেন। কারণ মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও) যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি।

৮. ভূমি-মামলা মামলাক্রান্ত পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন-সহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পিছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্য পরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিকস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক জাতিয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক লক্ষণীয়।

৯. ভূমি-মামলা পরিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য সম্পর্কের বিনষ্টিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

১০. মামলার বাদি-বিবাদি নন অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠির (যাদের অনেকেই এমনকি ভূমিহীন) একাংশ যারা যে কোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ– মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত আয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতির ফলে দরিদ্রতর হয়ে পড়েন (মামলার শুরুতে তারা এমন হবে ভাবতেও পারেননি)।

১১. ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি; ভূমি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞানের অভাব (অথবা আবছা ধারণা); আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা; অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা-মিমাংসার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও আইনের সাথে সঙ্গতিহীন বিচার; বিচারের রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা (অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রচেষ্টা); থানা-পুলিশ-ভূমিঅফিস-কোর্টের মানুষ-বিরুদ্ধ অবস্থান; প্রভাবশালী মানুষের (বিশেষত: রাজনীতিকদের ও স্থানীয় বাটপারদের) অবৈধ হস্তক্ষেপ (অনেক ক্ষেত্রে এটাও তাদের অবৈধ আয়ের অন্যতম উৎস); উকিল-মোক্তারের মক্কেল বিরোধী অবস্থান এবং অনৈতিক ও অপেশাদারসুলভ মানসকাঠামো (অনেক ক্ষেত্রে)– এসবই ভূমি-মামলা প্রক্রিয়া প্রলম্বনে ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির কাঠামোতে এদেশে ভূমি-মামলা ভাল তেমন কিছুই করে না, বিপরীতে মামলাক্রান্ত পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা বৃদ্ধি করে; মানব পুঁজি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-রাজনীতি-মনস্তাত্ত্বিক জগত ভারসাম্যহীনকরণ ও কলুষিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে; সর্বোপরি স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom mediated) প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বাধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে কাজ করে।

তাহলে সমাধান?

সামগ্রিক দূর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো বহাল রেখে যেমন সমস্যার আদর্শ সমাধান সম্ভব নয় তেমনি এটাও ঠিক যে কাঠামো পরিবর্তন না করেও কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (land-agrarian reform) সহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়ন-এর অংশ হিসেবে। আর এসব বৈপ্লবিক এবং/অথবা বড় মাপের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব যা ভূমি মামলা সংশ্লিষ্ট দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারে: (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইন ব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭-১)-বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই সংস্কারবাদী সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহ[৩] নিম্নরূপ:

০১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন, ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

০২. ভূমি-মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা– তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইন সম্মত (কারণ দ্রুত নিস্পত্তি আর্থিক-পেশী প্রতিপত্তিবানদের জন্য লাভজনক হতে পারে)। ভূমি-মামলা শ্রেণীবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণীর মামলার নিষ্পত্তির সময়-সীমা বেঁধে দেয়া।

০৩. উন্নত মানস-কাঠামো সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী বিচারক নিয়োগ দেয়া।

০৪. ন্যায় বিচারের রায় কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।

০৫. ভূমি-মামলা কোর্টে আসার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক সমাজের মতামত জানা।

০৬. স্থানীয় পর্যায়েই (গ্রাম/ইউনিয়ন/পাড়া/মহল্লা) ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

০৭. উপজেলা কোর্ট পুনঃস্থাপন করা (জনকল্যাণকামী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ)।

০৮. ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।

০৯. রেজিস্ট্রশনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেশন-এর ব্যবস্থা করা।

১০. মাঠ পর্যায়ের তদন্ত ছাড়া মিউটেশন (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।

১১. "সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ"-এর একক পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে সমন্বয়হীন তিনটি ভূমি অফিস– তহসিল অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও সেটেলমেন্ট অফিস– একত্রিত/সমন্বিত করা।

[৩] ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত প্রস্তাবনা ও তা বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি মূল পুস্তকে বিবৃত আছে (দেখুন মূল পুস্তক, পৃঃ ৩০৮-৩১৫)। বর্ণিত– ২৮টি প্রস্তাব-এর অগ্রাধিকার (prioritization) এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম (sequencing) বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

১২. ভূমি রেকর্ড সিস্টেমে কোর্টকে সম্পৃক্ত করা।

১৩. ভূমি-মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরত রাখা– বিষয়টি শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা)।

১৪. যারা জমির জাল দলিল/কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা (এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।

১৫. এমন আইন করা যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

১৬. পরিবর্তিত সময় ও বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যহীন সকল আইন বাতিল করে যুগোপযোগী নূতন আইন প্রণয়ন করা।

১৭. সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলমেন্ট-এর কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন– সরকারকে এ দায়িত্ব নেয়া।

১৮. নদী ক্ষয়, শিকস্তি ও পয়স্তি জমি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট এবং সমতাভিত্তিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী করা।

১৯. ভাগচাষ সংক্রান্ত আইন সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা।

২০. উকিল ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; কেসের শ্রেণীভিত্তিক ফিস নির্ধারণ; ম্যাল-প্রাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।

২১. দেশের সকল খাস জমি (কৃষি, অকৃষি, জলাসহ ৩৩ লাখ একর) এবং চরের জমি চিহ্নিত করা এবং তা দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বণ্টন করা। কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে দরিদ্র মানুষের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা।

২২. সকল চরের জমির দিয়ারা সার্ভে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা।

২৩. আইন অনুযায়ী সকল অর্পিত জমি-সম্পত্তি (২১ লাখ একর) "অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন অনুযায়ী প্রকৃত মালিক অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেয়া।

২৪. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার আওতায় ভূমি কমিশন সক্রিয় করার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার ভূমি সংস্কার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা (এক্ষেত্রে সকল জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জরুরি)।

২৫. সমতল ভূমির ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের (যেমন সাওতাল) মালিকানাধীন সম্পত্তি যা জবরদখল হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া (এক্ষেত্রে সকল জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জরুরি)।

২৬. জমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের মালিকানাস্বত্ব গুরুত্বসহ বিবেচনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।

২৭. পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন এবং এ আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় খতিয়ে দেখা বিষয়টি জন্মসূত্রে মানুষের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পর্কিত)।

২৮. সরকারিভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যাংকে ভূমি-জলা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হাল নাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে কেউ তথ্য পেতে পারেন: সকল ভূমি মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধ-এর কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা ইত্যাদি; খাসজমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সকল অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত অন্যান্য; ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের জমি-জলা বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবর-দখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা ইত্যাদি; চিংড়ি ঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবর-দখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা ইত্যাদি।

উল্লিখিত সুপারিশের সম্ভবত একটিও ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ বাস্তবায়ন অনুকূল পরিবেশ ও পূর্বশর্ত সৃষ্টি না হচ্ছে। বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক। এক্ষেত্রে তিনটি মূল পূর্বশর্ত প্রতিপালন করতে হবে:

১. এদেশে ভূমি-মামলায় পরিবার ও জাতীয় পর্যায়ে বিশাল অপচয় হচ্ছে– বিষয়টি গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করতে হবে (recognition of problem)।

২. সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা (political will and commitment) দৃশ্যমান হতে হবে।

৩. সরকারকে যথামাত্রায় যোগ্য হতে হবে (issue of competence)।

সরকারসহ সবাইকে মনে রাখতে হবে যে "জমি হ'ল সোনা" আবার "জমিই হ'ল যম" যে কারণে এদেশে ইতোমধ্যে ভূমিগ্রাসী-জলগ্রাসী-বনগ্রাসী একটি স্বার্থান্বেষী বলয় সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে আছে ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী ব্যাক্তিবর্গ, বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টরা, রাজনীতিবিদদের একাংশসহ টাউট-বাটপাররা। ভূমি-জলার প্রকৃত মালিকের কাছে যেন তা ফেরত না যেতে পারে সেক্ষেত্রে এরাই কিন্তু প্রধান বাঁধা। সরকারসহ আমাদের সবাইকে এও জেনে রাখা প্রয়োজন যে দুষ্ট বলয়ের এসব বাধা প্রদানকারী স্বার্থান্বেষী ভূমি-জলা-বন দস্যুরাই নির্ধারক মাত্রায় রাষ্ট্র ক্ষমতারও প্রকৃত পরিচালনাকারী এবং/অথবা ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত (always with present party-in-power)।